ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৩২২

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

শিক্ষাকে জীবনের সাথে যোগ করতে হবে : রাজ্যপাল

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আজ থেকে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮দিনব্যাপী স্বচ্ছতা সপ্তাহ শুরু হয়েছে। চলবে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ রেক্টার তথা ত্রিপুরার রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধী জাতীয় ইনষ্টিটিউট ফর রুরাল এডুকেশনের চেয়ারম্যান ড. ডব্লিউ জি প্রসন্ন কুমার ও ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. ভি এল ধারুরকর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ত সারা ভারতবর্ষে প্রথম এমন বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সবচেয়ে আগে মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, বাস্তবিকভাবে শিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষর হলে চলবে না, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা বলতে শিক্ষাকে জীবনের সাথে যোগ করতে হবে, সমাজ ও দেশের কল্যাণে প্রয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, আজকের দিনে ২৫ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছতা সপ্তাহ শুরুর মাধ্যমে আমরা দেশের আরেকজন মহান ব্যক্তি পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কারণ আজ উনার পবিত্র জন্মদিন। তিনি বলেন, পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধী এক নতুন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। আজকের যুবসমাজকে মহাত্মা গান্ধীর সিদ্ধান্ত, সংকল্প, বিচার ও ভাবনাকে পড়তে হবে, জানতে হবে। না হলে নতুন শ্রেষ্ঠ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত ভারত গঠন সম্ভব নয়। তাই নবভারত গঠনে মহাত্মা গান্ধীর গুরুত্ব আজ বুঝতে হবে। আর তাই ২০১৪ সালে দেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার সাথে সাথেই মহাত্মা গান্ধীর বিচার গুলিকে প্রয়োগে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়। দেশের পরিকল্পনা কমিশনকে তুলে দিয়ে জনকল্যাণকার পরিকল্পনা রূপায়ণে নীতি আয়োগ গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে সরকার আগামীদিনে ন্যাশনাল কমিশন ফর হাইয়ার এডুকেশন গঠন করার জন্যও প্রয়াস করছে। তিনি বলেন, বাস্তবে শিক্ষা কোন রাজ্যের বিষয় নয় তা হল সারা দেশের বিষয়। শিক্ষার মাধ্যমে দেশভাবনা, সামাজিক চেতনা জাগাতে হবে, যেমনটা গান্ধীজী বলতেন যেদিন প্রত্যেক দেশবাসী নির্ভয়ে দেশকে নিজের দেশ, দেশের সরকারকে নিজের সরকার, আর সব ভারতবাসী একজন আরেকজনকে সহোদর ভাববে, অপরের দুঃখকে নিজের বলে অনুভব করবে সেইদিনই সত্যিকারের স্বতন্ত্র ভারত গঠিত হবে। আর এই দায়িত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে সঠিক শিক্ষা। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি নির্মাণের শিক্ষায় বিশ্বাস রাখতেন। মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা উন্নত হলেই সমৃদ্ধ দেশ গঠিত হবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ভয়মুক্ত এবং মাথা উঁচু রেখে চলা যায় এমন দেশ চেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. ভি এল ধারুরকর।

****